নেতৃত্বের মোহ

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান ও সুপ্রসিদ্ধ ফৎওয়া ওয়েবসাইট www.islamqa.com-এর কর্ণধার মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ *(জন্ম : রিয়ায, ১৯৬০ খ্রিঃ)* রচিত 'অন্তরের আমল সমূহ' (سلسلة أعمال القلوب) সিরিজের ৬নং পুস্তক حب الرئاسة -এর বঙ্গানুবাদ 'নেতৃত্বের মোহ' বইটি সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-য়ে ধারাবাহিকভাবে *(এপ্রিল-জুলাই ২০১৫ খ্রিঃ)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে সম্মানিত লেখক নেতৃত্বের মোহকে 'সুপ্ত বাসনা' (الشهوة الخفيـــة) আখ্যা দেয়ার কারণ, নেতৃত্বের গুরুত্ব, নেতৃত্বের প্রতি মোহের প্রকারভেদ, নেতৃত্বের ব্যাপারে একজন মুসলমানের ভূমিকা, নেতৃত্ব প্রকাশের ক্ষেত্র, নেতৃত্বের প্রতি মোহের কারণ ও তার প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

নেতৃত্বের মোহ এক কঠিন মানসিক ব্যাধি। ক্ষেত্র বিশেষে তা মদের নেশার চেয়েও মারাত্মক। এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'লে আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক ঠুনকো হয়ে যায়। কাজের মধ্যে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা থাকে না। লৌকিকতা ও সুনাম-সুখ্যাতি লাভের বাসনা তার তাক্বওয়াকে বিনষ্ট করে দেয়। এরূপ অবস্থায় মানুষ ন্যায়-অন্যায় বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে যেকোন মূল্যে ক্ষমতা লাভের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে। এমনকি এজন্য নিজ দলের লোককে খুন পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করে না। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ভাইয়ে-ভাইয়ে শত্রুতা দানা বেঁধে উঠে। সদ্ভাব ও সম্প্রীতি তিরোহিত হয়।

ইসলামে নেতৃত্বকে 'আমানত' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নেতৃত্ব চেয়ে নেয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং পরকালে এটি লজ্জার কারণ

হবে বলে সাবধান করা হয়েছে। হাদীছে নেতৃত্বের প্রথম পর্বকে ভর্ৎসনা, মধ্যপর্বকে অনুশোচনা এবং শেষ পর্বকে ক্বিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা বলা হয়েছে। তবে ন্যায়-নীতির সাথে দায়িত্ব পালন করলে ভিন্ন কথা।

প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী দলগুলি ইউসুফ (আঃ)-এর মিসর রাজার নিকট খাদ্য ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব চেয়ে নেওয়াকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। অথচ ইউসুফ (আঃ) শাসকের কাছে নিজের যোগ্যতা তুলে ধরে জনকল্যাণের সুযোগ চেয়েছিলেন। তিনি জনগণের কাছে ক্ষমতা চাননি। তাই এটি কখনো ভোট ভিক্ষার দলীল হ'তে পারে না।

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন। বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।

এ বইয়ের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিষয়ে ইসলামের নীতি অবগত হয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার গভীর প্রেরণা সৃষ্টি হ'লে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৬
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতিকে সুপ্ত বাসনা নামকরণ	৭
রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা	৮
শাসনক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের ভূমিকা	৯
শাসন ক্ষমতার প্রতি লালসার প্রকারভেদ	১৫
শাসন ক্ষমতা প্রীতির দু'টি অবস্থা	১৬
ক্ষমতা প্রকাশের ক্ষেত্র	১৭
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতির কারণ	৩১
রাষ্ট্র ক্ষমতাপ্রীতির প্রতিকার	৩৭
শেষ কথা	৫৪

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সারা জাহানের মালিকের জন্য সকল প্রশংসা। দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী আল-আমীনের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের সকলের উপর। অতঃপর, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মানুষের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতাকে বিনষ্ট করে দেয়। এর ফলে দুনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক গাঢ় হ'তে থাকে এবং আখিরাত হয়ে পড়ে উপেক্ষিত। এটা এক দুরারোগ্য মরণব্যাধি। এর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয়িত হয় এবং খুনোখুনি ঘটে। এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ভাইয়ে ভাইয়ে এমনকি পিতা-পুত্রের মাঝেও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এজন্যই এ ব্যাধিকে 'সুপ্তবাসনা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ ভয়াবহ ও মারাত্মক বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করব। প্রথমেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি লালসাকে অবচেতন মনের 'সুপ্তবাসনা' নামকরণের মূলভিত্তি কী তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর একে একে শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, এ বিষয়ে একজন মুসলিমের ভূমিকা, শাসন ব্যবস্থার প্রতি লালসার প্রকারভেদ, শাসন ক্ষমতা যাহির করার ক্ষেত্র, শাসন ক্ষমতা প্রীতির কারণ এবং এর চিকিৎসা বা প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব। অবশ্য এ লেখা প্রস্তুত ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যারা যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমি মোটেও কুণ্ঠাবোধ করছি না। সবার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট উপকারী ইলম এবং নেক আমলের তাওফীক কামনা করছি।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতিকে সুপ্ত বাসনা নামকরণ

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতিকে অবচেতন মনের সুপ্ত বাসনা নামকরণের মূলে রয়েছে শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি মাওকূফ হাদীছ। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় তিনি অনবরত কাঁদছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু ইয়া'লা, আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর যে জিনিসের ভয় করছি তা হ'ল অবচেতন মনের মাঝে লালিত সুপ্তবাসনা এবং স্পষ্টভাবে লোক দেখানো কাজ। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের শাসকবর্গের পক্ষ থেকে ব্যতীত কিছুই দেওয়া হবে না, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের শাসকবর্গের পক্ষ থেকে ব্যতীত কিছুই দেওয়া হবে না, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের শাসকবর্গের পক্ষ থেকে ব্যতীত কিছুই দেওয়া হবে না। তারা এমন যে, ভাল কাজের আদেশ দিলেও তা পালিত হয়, আবার মন্দ কাজের আদেশ দিলেও তা পালিত হয়। আর মুনাফিকের অবস্থা কী? মুনাফিক তো আসলে সেই উটের মত, যাকে গলায় রশি পেঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে রশিতে ফাঁস লেগে সে মারা গেছে। মুনাফিক কখনই মুনাফিকীর ক্ষতি থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারবে না।[১]

ইমাম আবুদাঊদ সিজিস্তানী (রহঃ) মনের সুপ্তবাসনা (الشهوة الخفية)-কে حب الرئاسة বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আবুদাঊদ (রহঃ)-এর পুত্র আবুবকর বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, شهوة خفية বা মনের সুপ্তবাসনা হ'ল حب الرئاسة বা নেতৃত্বের মোহ।[২] আল্লাহই ভাল জানেন, দৃশ্যত এটা একটা উদাহরণমূলক ব্যাখ্যা। এজন্যই আবু উবায়েদ (রহঃ) বলেছেন, الشهوة الخفية বা মনের সুপ্তবাসনার অর্থ সম্পর্কে মনীষীগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, الشهوة الخفية দ্বারা মেয়ে লোক ও অন্য কোন কিছুর কামনার কথা বলা হয়েছে। আমার

১. ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, পৃঃ ১৬।
২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৬/৩৪৬।

(আবু উবায়েদ) মতে, এটি কোন একটি জিনিসের সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট নয়; বরং সকল প্রকার পাপ কাজই সুপ্তবাসনা, যা পাপী ব্যক্তি করার জন্য মনের কোণে লুকিয়ে রাখে এবং তা করতে অনবরত সুযোগ খোঁজে, যদিও সে তা এখনো বাস্তবে রূপায়িত করেনি।[৩] তবে আলেমদের নিকটে আবুদাঊদ (রহঃ) প্রদত্ত ব্যাখ্যাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফলে الشهوة الخفية বা সুপ্তবাসনার ভিন্ন কোন অর্থ করার নিদর্শন বর্তমান না থাকলে তা দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতিই বুঝাবে। বলা যায় এটি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতি সুপ্তবাসনার একটি প্রতীকী নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, মানুষের মনে অনেক বাসনাই সুপ্ত থাকে, যা সে বুঝতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহ অনেক মানুষের মনের মাঝে লুক্কায়িত তেমনি একটি সুপ্তবাসনা। লোকটা হয়ত খাঁটি মনে আল্লাহ্র ইবাদত করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমস্যাবলীই বা কী, আর দোষ-ত্রুটিই বা কোথায় তাও সে হয়ত জানত না। কিন্তু যেকোনভাবে তার সামনে ক্ষমতা লাভের কোন একটি সুযোগ এসে গেল অমনিই সে তা লুফে নিতে তৎপর হয়ে উঠল। অথচ তার মাঝে যে ক্ষমতার বাসনা ছিল তা সে এর আগ মুহূর্তেও বুঝে উঠতে পারেনি। পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় সেই সুপ্ত বাসনা এখন জেগে উঠেছে। ক্ষমতার সিঁড়িতে এভাবে বহু মানুষই পা রেখেছে। এজন্যই ক্ষমতার এই মোহকে 'সুপ্তবাসনা' বলা হয়।[৪]

রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, জনগণের শাসনভার গ্রহণ ও পরিচালনা দ্বীনের অন্যতম গুরুদায়িত্ব। বরং দ্বীন ও দুনিয়ার অস্তিত্ব এই শাসন ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্র ছাড়া কোন মতে চলতে পারে না। কেননা মানুষ একটি সংঘবদ্ধ জীব। তাদের নানামুখী প্রয়োজন পূরণে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে। আর সংঘবদ্ধ হ'লেই সেখানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন নেতা থাকা আবশ্যক।

৩. আবু উবায়েদ, গারীবুল হাদীছ ৪/১৭১।
৪. মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৩৪৬।

আমাদেরকে যেন তিনি তাদের দলভুক্ত করেন, যারা তাকে মান্য করে এবং তার সন্তোষ লাভের আশায় কাজ করে। সকল প্রশংসা তো আল্লাহ্‌রই, যিনি তামাম সৃষ্টির প্রতিপালক।

শেষ কথা :

বড়ই আফসোস! আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে বহু লোক রাষ্ট্রক্ষমতা, উঁচু পদ ও মর্যাদা লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-লড়াইয়ে লিপ্ত। তাদের এখন একটাই চিন্তা দাঁড়িয়েছে কী করে তারা প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি শীর্ষপদ অধিকার করবে। এসব লাভ করতে তারা এমন সব হীন কৌশল অবলম্বন করছে যাতে মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা, বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে।

রাষ্ট্রক্ষমতা প্রীতির এহেন ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ায় নিঃসন্দেহে জাতির শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। বিরোধের সীমা বেড়ে চলেছে। ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধার চেষ্টা করা হচ্ছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ গৌণ হয়ে পড়ছে। যার ফলে আজ ব্যক্তি, সমাজ ও মুসলিম উম্মাহ বড়ই দুর্ভোগ ও মহাক্ষতির শিকার হয়ে পড়েছে।

এহেন পতনদশা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থ আল-কুরআন, তাঁর নবীর সুন্নাত এবং প্রথম যুগের নেককার মানুষদের জীবনধারায় ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমরা সত্যপথ ও সঠিক কর্মপন্থার জন্য প্রার্থনা জানাই। আল্লাহ যেন রহমত ও শান্তি বর্ষণ করেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর ছাহাবীদের সকলের উপর।

--o--

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

***